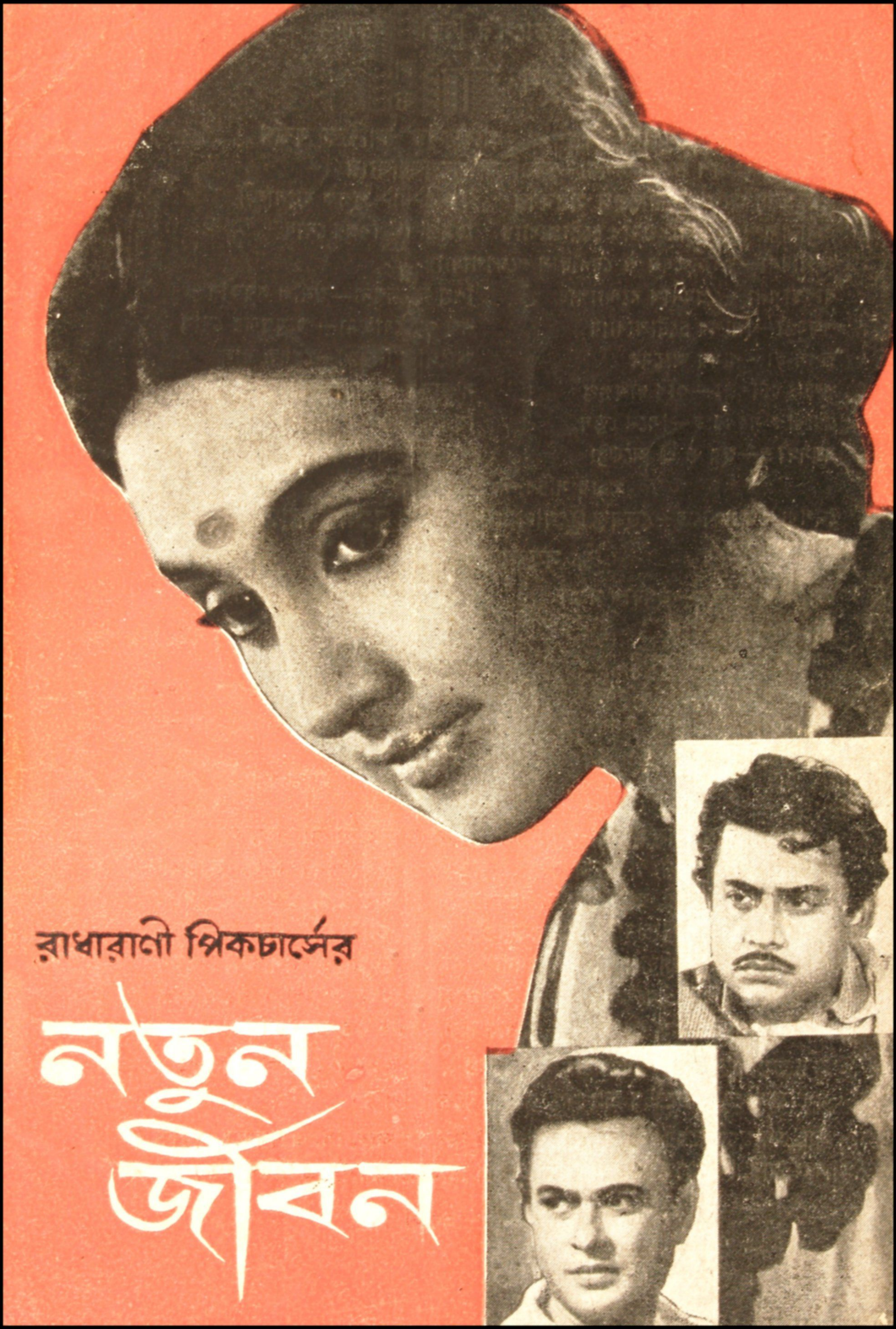
রাধারাণী পিকচার্সের
নতুন
জীবন

রাধারাণী পিকচার্সের দ্বিতীয় নিবেদন

নতুন জীবন

কাহিনী—**গজেন্দ্রকুমার মিত্র** প্রযোজনা—**কার্ত্তিক বর্ম্মণ**

চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনা—**অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়**

সঙ্গীত পরিচালনা—**রাজেন সরকার** গীত রচনা—পুলক ব্যানার্জ্জী

প্রধান সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় চিত্রগ্রহণ—বিজয় ঘোষ

সম্পাদনা—রবীন সেন ও দেবীদাস গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা—প্রেমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্প নির্দ্দেশনা—সুনীল সরকার

শব্দযন্ত্রী—শিশির চট্টোপাধ্যায় শব্দ পুন যোজনা—শ্যামসুন্দর ঘোষ

রূপসজ্জা—বসির আমেদ আলোক নিয়ন্ত্রণ—হেমন্ত দাস

পশ্চাৎপটশিল্পী—কবি দাশগুপ্ত সজ্জাকর—কানাই দাস

পোষাক সরবরাহ—সিনে ড্রেস স্থিরচিত্রগ্রহণ—ক্যাপ্‌স্

যন্ত্রসঙ্গীত—সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা পরিচয় লিখন—দিগেন ষ্টুডিও

প্রচার সচিব—ধীরেন মল্লিক

নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে—**হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়**

সহকারীবৃন্দ

প্রধান পরিচালক—জগদীশ মণ্ডল পরিচালক—প্রশান্ত সরকার

চিত্রহণ—পঙ্কজ দাস শিল্প নির্দেশনা—গুপী সেন

শব্দ ধারণ—জগৎ দাস রূপসজ্জা—বটু গাঙ্গুলী

আলোক নিয়ন্ত্রণ—মনোরঞ্জন দত্ত, সুখরঞ্জন দত্ত, অনিল সরকার, দেবেশ দাস, বিনয় ঘোষ ও মংরু। পশ্চাৎ পটশিল্পে—প্রবোধ ভট্টাচার্য্য। ব্যবস্থাপনায়—হরি সরকার। সঙ্গীত পরিচালনায়—শৈলেশ রায়।

রূপায়ণে

সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, অনিল চ্যাটার্জ্জী, সুমিতা সান্যাল, পাহাড়ী, সান্যাল, জহর রায়, গঙ্গাপদ বসু, শোভা সেন, দীপিকা দাস, হরিধন মুখার্জী, প্রবীরকুমার, বাণী গাঙ্গুলী, খগেশ চক্রবর্ত্তী, ভানু রায়, সুতপা মজুমদার, রামবাবু, অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য, অসীম চক্রবর্ত্তী, বন্দনা চ্যাটার্জ্জী, রমা চ্যাটার্জ্জী, প্রশান্ত সরকার, জগদীশ মণ্ডল, প্রেমনাথ ব্যানার্জ্জী, অমিয় ব্যানার্জ্জী, জিতেন পাল, প্রভাত দাস, শৈলেন গাঙ্গুলী, বটু গাঙ্গুলী, বিমল মুখার্জ্জী, দাশরথি দাস, বেবী গুহ, মনি সিংহ, খোকনবাবু, মাষ্টার চিন্টু, নিমাই দত্ত প্রভৃতি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—মুখরোচক (টালিগঞ্জ), কাশীপ্রসাদ (নিউ আলিপুর), স্বর ফ্রিজ্ রেফ্রিজারেটর প্রাঃ লিঃ, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এস, এম সুবেদারের তত্ত্বাবধানে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর, বি মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক—**নর্ম্মদা চিত্র**

কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত ধনী অবিনাশ ব্যানার্জ্জী তাঁর মাতৃহারা সন্তান নির্ম্মল ও অরুণাকে অত্যন্ত আদর-যত্নে মানুষ করে তুলেছেন। ছেলে, মেয়ের প্রতি কোনদিন কোন শাসন ছিল না, কোন বাধা ছিল না কিছুতে। তার ফলে নির্ম্মল হয়েছে অত্যন্ত খেয়ালী।

বাপের অফুরন্ত টাকা, বন্ধু ও জুটেছে অগুণ্তি। অবিনাশবাবুর অসদুপায়ে অর্জ্জিত টাকার সদ্গতি করে চলেছে নির্ম্মল দিনের পর দিন। আবাল্য অগাধ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকে তার ধারণা জন্মেছে, টাকায় সুখ, শান্তি সব কিছু কেনা যায়।

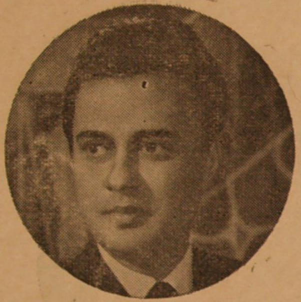

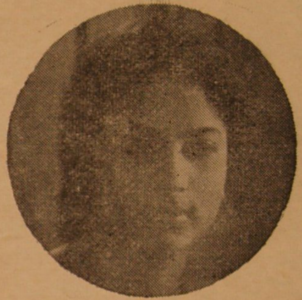

অরুণারও যে এ ধারণা ছিল না তা নয়, কিন্তু তাদের আশ্রিত, অবিনাশ-বাবুর গরীব-বন্ধু-পুত্র বিজয়কে দেখে তার আচার ব্যবহারে এবং সুযুক্তি-পূর্ণ কথাবার্ত্তা শুনে তার সে ধারণা বদলে গেছে।

নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে বিজয়কে যতই দেখছে, ততই মুগ্ধ হচ্ছে অরুণা। সেই মুগ্ধতা পরিণত হলো ভালবাসায় আর সে ভালবাসা পরিণতি লাভ করলো বিবাহে।

অবিনাশবাবু ক্ষেপে উঠলেন, বাধা দিলেন, কিন্তু কোন বাধাই আর মানলো না অরুণা। সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছে বিজয়ের বলা সেই কথা "সুখ বিত্তে নয় চিত্তে" শুধু এই ধারণা সম্বল করে বিজয়ের হাত ধরে এক কাপড়ে বেরিয়ে গেল অরুণা বিরাট ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্যকে পেছনে ফেলে।

তার চলে যাওয়ায় ব্যথিত অবিনাশবাবুর বুকটা ফাঁকা হয়ে গেল। সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করতে তিনি নির্ম্মলের বিয়ে দিয়ে অত্যন্ত আধুনিকা, বিলেত ফেরৎ পুত্রবধূ নিয়ে এলেন ঘরে।

কিন্তু সুখ কোথায়? জ্বালা আরও বাড়লো। ছেলে নিজের খেয়ালে সুখের স্রোতে ভেসে চলেছে। পুত্রবধূ তার পুরুষ বন্ধুদের নিয়ে আড্ডাখানা করে তুলেছে বাড়িটাকে।

অবিনাশবাবু এসব জ্বালা আর সহ্য করতে পারলেন না, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যুকালে অরুণাই ছুটে এসে তাঁর মুখে শেষ জল দিয়েছিল।

অরুণা সুখী হয়েছে জেনে মৃত্যুর আগে তিনি মেনে নিলেন সত্যিই "সুখ বিত্তে নয়-চিত্তে"।

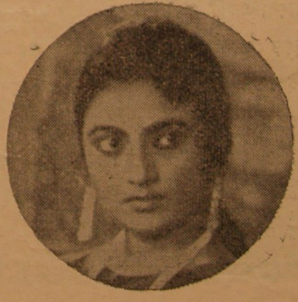

কিন্তু নির্ম্মল কি কোনদিন মেনে নিয়েছিল একথা? "টাকায় সুখ কেনা যায়"—এ ভুল কি তার ভেঙেছিল কোনদিন?

অরুণা কি সত্যই সুখী হয়েছিল গরীব বিজয়কে বিয়ে করে?

প্রমাণিত হয়েছিল কি তার জীবনে—"সুখ বিত্তে নয় চিত্তে"?

???

গান

(১)

আমি গান শোনাবো একটি আশা নিয়ে
এ গান যেন তোমার ভাল লাগে।
আমি রঙ্ ছড়াবো একটি তুলি দিয়ে
সে রঙ্ শুধু তোমার অনুরাগে ॥
অনেক চাওয়ায় জানিনা কি চাইলাম
প্রাণের খেয়া কোন অকূলে বাইলাম
শুধু জানলাম, স্রোতে ভাসলাম,
ভালবাসলাম
আমি পথ হারাবো একটি প্রদীপ নিয়ে
যে-দীপ জুড়ে তোমার আলো জাগে ॥
আমার এই তো অহঙ্কার
হারমানা হার তোমায় দিয়ে পরবো
জয়ের হার
আমার এই তো অহঙ্কার
অনেক বোঝায় এই তো শুধু বুঝবো
চির জনম তোমায় আমি খুঁজবো
আমি জানলাম, হার মানলাম,
ভাল বাসলাম,
আমি ডাক পাঠাবো একটি হৃদয় নিয়ে
যে মন দিয়ে কেউ ডাকেনি আগে ॥

(২)

লাজবতী নূপুরের রিনি ঝিনি ঝিনি
ভাল যদি লাগে তবে দাম দিয়ে কিনি।
ভেবোনা ভেবোনা বেশী তো নেবোনা
বেহিসাবী ভালবেসে হবোনা ঋণী ॥
জীবনটা আমি বলি উৎসব
শুধু একমুঠো জলসার কলরব
ভেবোনা ভেবোনা বেশী তো নেবোনা
মায়াপুরী মনে মোর এসো মায়াবিনী ॥
উড়ন্ত সময়ের সঙ্গে আমার
নেইকো চুক্তি তাই একটু থামার
কোথাও থামার
ভাবনার ভীরুঘর ফেলে তাই
আমি খেয়ালের রাজপথে ছুটে যাই
ভেবোনা ভেবোনা বেশী তো নেবোনা
সোহাগিনী হয়ে এসো লীলা বিহারিণী ॥

(৩)

আমি তোমারে ভাল বেসেছি,
চির সাথী হয়ে এসেছি ॥
এ-লগন পূর্ণ যে তোমাতে
শুভরাত জানে না যে পোহাতে
তোমারি ব্যথায় কেঁদেছি যে হায়
তোমারি হাসিতে হেসেছি ॥
তোমার কানে কানে
দুটি কথা তাই শুধু বলবো
ভালবাসি ভালবাসি
প্রণয়ের নীল আকাশে
দুটি তারা হয়ে মোরা জ্বলবো
ভালবাসি ভালবাসি
পৃথিবীকে তাই বলি বারে বার
মোর চেয়ে সুখী কে গো আছে আর
বহু জনমের মিলন সাগরে
আমরা দুজনে ভেসেছি ॥

(৪)

এমন আমি ঘর বেঁধেছি
আহারে যার ঠিকানা নাই
স্বপনের সিঁড়ি দিয়ে
যেখানে পৌঁছে আমি যাই,
জানলা দিয়ে সোনা রোদের আলো
যায় যে ধুয়ে মলিনতার কালো
দরজা খুলে ফুলের হাসি
দেখতে আমি পাই
প্রতিদিন দেখতে আমি পাই ॥
অঙ্গনে তার আলপনা দেয়
আমারই সব কল্পনা
ছোট্ট চাওয়ায় দল বেঁধে যায়
অনেক পাওয়ার জল্পনা
জীবন বলে এঘর তুমি ভোলো
হৃদয় বলে এঘর গড়ে তোলো
ভালবাসার বাসায় এবার নতুন জীবন চাই
আমি যে নতুন জীবন চাই ॥

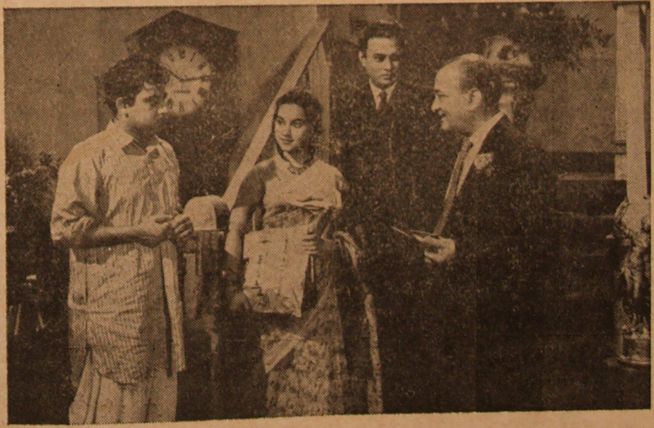

প্রস্তুতির পথে

মঞ্চ সফল নাটকের
চিত্ররূপ

স্বীকৃতি

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
সলিল সেন

শ্রেষ্ঠাংশে
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়
অনুপকুমার • জহর রায়
সত্য বন্দ্যোঃ • হরিধন প্রভৃতি

নর্মদা চিত্রের পক্ষে ধীরেন মল্লিক কর্তৃক ৩২এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া, ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।